‘সখী ভালোবাসা কারে কয়’....প্রিয় নন্দিনী’র কাছে খোলা চিঠি

আসুন সত্য ও সুন্দরের কথা বলতে শিখি....

প্রিয় লেখিকা নন্দিনী, দীর্ঘদিন ধরে সময় সুযোগ হলেই আপনার লেখা পড়তে ভুল করিনা, ‘সখী ভালোবাসা কারে কয়’ আমার প্রিয় গানের শিরোনাম ফলে আরো একটু বারতি আকর্ষণ, সেই কবে সম্ভবত কানাডার বাংলা কাগজে যে লেখাগুলো প্রকাশিত হতো সেই থেকে আপনার লেখা পড়া শুরু করি যদিও এখন সেইভাবে পড়ার সুযোগ হয়না কারণ বাংলা কাগজ মন্ট্রিয়লে আসেনা আর ‘সাপ্তাহিক সময়’ পত্রিকা মন্ট্রিয়লে সবসময় পাওয়া যায়না। আপনার সেই লেখা পড়ে মনে হত লেখাতে স্বদেশের গন্ধ থাকতো, বিদেশ ভ্রমনের অনুভূতি থাকতো, থাকতো ভালোবাসা কিংবা পরকীয়া প্রেমের পংক্তিমালা, আনন্দ-বিরোধ-বিচ্ছেদ, আপনার মধুময় অতীত বিন্যাসে ফেলে আসা স্বর্ণালী দিনগুলোর কথা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ইদানীং আপনার লেখা বেশ ক’টি সংখ্যায় দেখছি স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির জনক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরিবার শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানাকে নিয়ে একই ধরনের অযাচিত বানোয়াট অসত্য তথ্য নিয়ে পাঠককে বিভ্রান্তি করার জন্য অশ্লিল শব্দ লিখে যাচ্ছেন। আপনার লেখার স্বাধীনতা আছে, আপনি যা ইচ্ছা লিখতে পারেন অবশ্য পাঠক তা কতোটুকু গ্রহণ করবে কিংবা কিভাবে দেখবে তা পাঠকের মতামতের উপর নির্ভর করবে। শেখ হাসিনা ধোয়া তুলসী পাতা নন, তিনিও ভুল করতে পারেন, কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে সেটাই স্বাভাবিক। আমি একজন পাঠক হিসেবে আমার দৃষ্টিতে যা খারাপ লেগেছে তাহলো আপনার লেখার প্রতি সম্মান রেখেই সবিনয়ে বলছি দেশে বিদেশে এত বিষয় থাকাসত্ত্বে শুধু শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিরামহীন বলতেগেলে প্রতিটি সংখ্যায় একইভাবে বিষোধাঘার করছেন, মনেহয় যেন দেশের সব সর্বনাশের মূলে শুধুই মুজিব পরিবার। অথচো বিগত ৫ বছরের খালেদা-নিজামীদের দুশাসনের কথা, খালেদা জিয়ার ৩বারের শাসনামল, ভাঙ্গা ব্রিপকেস আর ছেঁড়া গেঞ্জি থেকে হাজার হাজার কোটি ডলার পাউন্ডের কথা, তারেক-মামুনদের খোযাবঘরে বিমানবালা আর সিনেমার সুন্দরী নায়িকাদের নিয়ে মধুচন্দ্রিমা আর কোটি কোটি টাকার যৌনলীলার কথা কেন লিখছেন না, মৌলবাদি জঙ্গিদের তান্ডব নিয়ে লিখছেন না, লিখছেন না স্বৈরাচার অবৈধ ক্ষমতালোভিদের বিরুদ্ধে? আমি রবীন্দ্র-নজরুল প্রেমিকদের খুব ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। আপনাকে ভাবতাম আপনি সেই পরিবারের একজন সদস্য। গত (৩ মে, ২০০৭) সাপ্তাহিক সময় সংখ্যায় নববর্ষ সর্ম্পকে এবং ছায়ানটের অনুষ্ঠান নিয়ে লেখা শুরু করে হঠাৎ করেই এক নিঃশ্বাসে বঙ্গবন্ধু পরিবার তথা শেখ হাসিনা শেখ রেহানা এবং শেখ কামাল সর্ম্পকে অনেক কুটুক্তি করেছেন, কষ্ট হয়েছে বঙ্গবন্ধু সর্ম্পকে কুটুক্তি করায়। (এর আগেও অনেকবার একই লেখা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে লেখেছেন) স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদররাও এমন মন্তব্য করেনি। বাংলাদেশের ইতিহাস আপনার মতো একজন সুশিক্ষিত জ্ঞানী লেখকের অজানা থাকার কথা নয়। আপনি ছায়ানটের অনুষ্ঠানে কিছু ভুলভ্রান্তি নিয়ে লিখতে গিয়ে হঠাৎ করেই ক্যানাডার টরোন্টর ছায়ানটের অনুষ্ঠান থেকে চলে গেলেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বলা।

প্রিয় নন্দিনী খান, আপনার লেখার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, শেখ হাসিনা সর্ম্পকে আপনি যে আজগুবি কথা লিখে পাঠককে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন তার উত্তর সংক্ষেপে লেখলেও অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে, আর আপনিতো প্রতি সংখ্যাই শেখ হাসিনা সর্ম্পকে খারাপ উক্তি করে যাচ্ছেন যা ভাবলে

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আমার মতো অনেক পাঠকরা (এমন লেখা মানুষ বেশী পড়েনা) অবাক বিস্ময়ে ধিক্কার জানাবার ভাষাও হারিয়ে ফেলে! শেখ হাসিনার ৫ বছর স্বর্ণযুগ ছিলো কি ছিলো সেটা বাংলাদেশের জনগণ নিশ্চয় ভালো বুঝবে তবে বিগত ৫ বছর জামাত-বিএনপি জোটের আমল থেকে হাজার গুণ ভালো ছিলো নিশ্চয়, গত ৫ বছর ছিলো তাবৎ বিশ্বে বাংলাদেশ মানেই হত্যা-ধর্ষণ- দূর্নীতি সংখ্যালঘু নির্যাতনের কালিমালিপ্ত শাসনামল। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। হতেপারে, তবে তদন্ত ও বিচারের আগে তাঁকে চাঁদাবাজ বলা কি ঠিক? আর কে সেই মামলাটি করেছে, তার পরিচয়ই বা কি? আর ৯ বছর পর এই মামলার কারণ কি? শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলার আবেদনকারী তাজুল ইসলাম ফারুখ নিজেও একজন চাঁদাবাজ এবং খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উপদেষ্টা হারিছ চৌধুরীর বন্ধু এবং হাওয়া ভবনের ঘনিষ্টজন এবং হবিগঞ্জের সাবেক সাংসদ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এমএস কিবরিয়া হত্যাকান্ডের হোতা বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আপনি লিখেছেন শেখ হাসিনার সঙ্গে তাজুল ইসলামের ছবিও কোনো কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়েছে! কিন্তু কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তা বলেননি, আমার বিশ্বাস আপনি তা বলতে পারবেন না কারণ বাংলাদেশের সব শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রতিদিন পড়ার চেষ্টা করি কিন্তু এমন ছবি আমার চোখে পড়েনি, তবে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী টয়লেট পেপারগুলোতে ছাপা হলে আপনি দেখার কথা।

শেখ হাসিনার ভাইদের সর্ম্পকে বলেছেন তাঁদের সুখ্যাতি আছে ব্যংক ডাকাতির? স্বাধীনতার পর স্বাধীনতা বিরোধীরা শেখ পরিবারের বিরুদ্ধে কত রকমের কুৎসা রটনা করেছে আর এখনও করে যাচ্ছে আপনাদের মতো খ্যাতিমান কলাম লেখকরা, যদিও একটিরও প্রমান দেখাতে পারেনি, পারবেওনা কোনোদিন কারণ মিথ্যাবাদীদের কোনোই ভিত্তি নেই। শেখ হাসিনার ভাইদেরে ঘাতকরা কবেই হত্যা করেছে, যদিও ঘাতকদের স্বজনরা দেশে-বিদেশে এখনও শেখ পরিবারের বিরুদ্ধে কুৎসারটনা করতে ভুল করছে না। সেদিন ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাটি ছিলো সাজানো নাটক, ঠিক ৭৪-এর দূর্ভিক্ষের সময় কুড়িগ্রামের বাসন্তিকে জাল পড়িয়ে আর্ন্তজাতিকভাবে বঙ্গবন্ধু সরকারকে হেয় করার প্রয়াস চালিয়েছিলো। ভয়াবহ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ৭৪ সালে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাসন্তির জালপড়া ছবি ছাপা হয়েছিলো এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরেছিলো স্বাধীনতা বিরোধী কিছু সাংবাদিকরা॥ কিন্তু সেদিনের সেই ছবিটা সত্য ছিলোনা। সেদিন একটি শাড়ীর চেয়ে একটি জালের দাম ছিলো দশগুণ বেশী। বাংলাদেশের কিছু জারজ সন্তান বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর বেশ ক'টি সরকারের আগমন ঘটলেও বঙ্গবন্ধু সরকারের ৭৪ সালের দূর্ভিক্ষের সিম্বল বাসন্তির ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি, বাসন্তি অন্ন বস্ত্র বাসস্থানহীন মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত আশার কথা যে সেদিন মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে বাসন্তির জাল পড়িয়ে যে নাটকের সৃষ্টি করেছিলো যে ইউপি চেয়ারম্যান সে এখনও বেঁচে আছে তবে সে এখন বাসন্তির মতোই ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে কুড়িগ্রামের জনপদে। আর তার মুখ থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে সেই পাপের কাহিনী (সে কীকরে বাসন্তিকে ৫০ টাকা দিয়ে উঠানে শুকানোর জন্য টাঙ্গানো জাল পড়িয়ে ছবি তোলা হয়েছিলো) যা সদ্য দেশ থেকে আসা মুক্তিযুদ্ধ গবেষক দেশে-বিদেশে'র সম্পাদক তাজুল মোহাম্মদ কুড়িগ্রামের সেই ঘটনার জনক চেয়ারম্যানের ছবি ও ভিডিও ধারণ করে এনেছেন। তবে শেখ হাসিনার ভাই ব্যাংক ডাকাতি সর্ম্পকে আপনি যা লিখেছেন আপনাদের পরিবারের কোনো সদস্য তার সঙ্গে জড়িত থাকলে আপনি ভালোকরেই বলতে পারবেন সত্যমিথ্যা। বিগত ৫ বছর জিয়া পুত্রতো সারাদেশটাই ডাকাতি করে ফেলেছিলো, কই তা নিয়ে লেখেননি কেন?

প্রিয় নন্দিনী, শেখ হাসিনার ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে আপনি বেশ ক'টি সংখ্যায় বারবার একই কথা লিখে যাচ্ছেন, আপনি বারবার লিখছেন শেখ হাসিনা পড়ালেখা না করেই সরকারী টাকা ব্যয় করে ডক্টরেট ডিগ্রী কিনেছেন! এমন হাস্যকর তথ্য খ্যাতিনামা কলামিষ্টের কলম দিয়ে কিকরে বেরহয় বুঝিনা। শেখ হাসিনা সর্ম্পকে আপনার কেন যে এত বিদ্বেষ তা বুঝার উপায় নেই, তবে এটি স্পষ্ট যে শেখ হাসিনা সর্ম্পকে আপনি না জেনেই তাঁকে কলংকিত করছেন কোনো না কোনো কারণে। শেখ হাসিনা বিদেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে (সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রী) ডক্টরেট ডিগ্রী কিনেছেন বলে আপনি লিখেছেন তা সরকারের কোন দপ্তর থেকে কবে কতটাকা নিয়ে কিনেছেন কিংবা নন্দিনী খানের মতো গৌরিসেনরা ডক্টরেট ডিগ্রী কেনার জন্য টাকা দিয়েছে তা জানালে পাঠকরা উপকৃত হবে। বিদেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও যে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী কেনা যায় তা আমার জানা ছিলো না, বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেওযে অসততা চলে তা জানতাম না, আর শেখ হাসিনা ডক্টরেট ডিগ্রী কোনোদিন তার নামের আগেপিছে লাগিয়েছেন বলে কেউ কোনোদিন দেখেনি শধু শেখ হাসিনার ডক্টরেট ডিগ্রীতে যেন আপনার শরীরে আর মস্তিস্কের এলার্জিতে পচন ধরেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও যখন এভাবে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হয়েছিলো তখনও রবীন্দ্রবিদ্বেষী খানরা সমালোচনা করতে ভুল করেনি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখনো কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত জাগ্রত ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায়, আর রবীন্দ্র বিদ্বেষী সেই খানরা নর্দমার পানিতে ভেসে গেছে কবেই। ড. ইউনূস কিংবা অমৈর্ত্য সেনের মতো ব্যক্তিরা নোবেল প্রাপ্তির পরও বিতর্কের শেষ নেই। নন্দিনী খানের মতো কোনো কোনো খ্যাতিমান লেখকরা সমালোচনা করতে ভুল করেনা কিংবা তাও টাকা দিয়ে কিনা হয়েছে বলে মন্তব্য করতে দ্বিধা করেনা। ভালো কাজে মন্দলোকের সমালোচনা করার অভাব থাকে না।

প্রিয় নন্দিনী আপনি শেখ হাসিনার কাছে প্রশ্ন করেছেন "মুক্তিযুদ্ধে শেখ উপাধিধারীদের অবদান কি এবং খুউব সাধারণ বাংলায় আপামর জনতা এখনও আপনার বাবাকে মুক্তিযুদ্ধের অথবা স্বাধীনতার জনক ভাবে। মহিয়সী নারী কোনদিন কি ভেবেছেন লাখ শহীদের ভীড়ে দশজনও কেন আপনার আত্মীয়রা নেই। বীর প্রতীক, বীর উত্তম এর তালিকায় কেন শেখ পরিবারের নাম নেই? আপনার তো হিজাব টেনে সৃষ্টিকর্তার কাছে শোকর করা উচিৎ এই বিব্রতকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি নিরীহ মানুষগুলোর কাছে।" নন্দিনী সবিনয়ে বলছি, আমার জীবনে এই প্রথম কোনো লেখক দেখলাম মুক্তিযুদ্ধে শেখ পরিবারের অবদান কি সর্ম্পকে জানতে চেয়েছেন! বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ এবং শেখ পরিবারের অবদান সর্ম্পকে জানেনা এমন কেউ আছে কি না জানিনা এমন কি শেখ পরিবারের শত্রুরা তথা স্বাধীনতা বিরোধী হায়েনা রাজাকার আলবদর আলসামস এমন প্রশ্ন কোনদিন করেনি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শেখ পরিবারের অবদান বিশ্ব স্বীকৃত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দীর্ঘ আন্দোলন গ্রেফতার নির্যাতনভোগ তথা ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকেই স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধে আপমর জনতা ঝাঁপিয়ে পরেছিলো মুক্তিযুদ্ধে। আপনি যদি মুক্তিযুদ্ধে শেখ পরিবারের অবদান না জানেন তা হলেতো আপনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কিছুই জানেননা, এবং ভাবতে কষ্ট হয় আপনি একজন বাংলাদেশী কিংবা বাঙালি। এ প্রশ্ন শেখ হাসিনাকে না করে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন আপনি মানষিকভাবে কি সুস্থ আছেন? ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ পরিবারের অবদান জানতে হলে বাংলাদেশের ইতিহাসটা একটু পড়ে নিন, এই ইতিহাস পড়তে বাংলাদেশে যেতে হবে না এখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগে ইন্টারনেটে একটি ক্লিক করলেই সম্পূর্ণ ইতিহাস পেয়ে যাবেন আরো পাবেন ১৯৭১ সালে ভয়াবহ যুদ্ধের দিনে সারা বিশ্বের মিডিয়াতে শেখ পরিবারের অবদানের কথা।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

প্রিয় নন্দিনী, আপনি শেখ হাসিনাকে প্রশ্ন করেছেন, "সাধারণ ঐ মানুষগুলো মরেছে লাখে লাখে নয় মাস যুদ্ধে কষ্টে এসেছে স্বাধীনতা অথচ একবারও আঙ্গুল উঁচিয়ে জানতে চায়নি কেন একজন বড় মাপের নেতা অদূরদর্শীর মত যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে নামতে বললেন।" নন্দিনী, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষনের একটি লাইন তুলে ধরে বলেছেন 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে' এবং আপনার দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর সেই উক্তি 'অদূরদর্শী' হলে আজো স্বাধীনতা পেতেন কিনা সন্দেহ আর আপনার মতো নন্দিনী খানরা বাংলাদেশের পতাকা বুকে ধারণ করে বিদেশে থাকতে পারতেননা। বঙ্গবন্ধু যদি সেদিন ৭ই মার্চের ভাষনে না বলতেন 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তোত থাকো' তাহলে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট অন্যরকম হতো। সেদিন বঙ্গবন্ধুর ডাকেই মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মহান মুক্তিযুদ্ধে অন্য কারো ডাকে নয়, সেই সত্যটুকু যদি কোনো লেখক লিখতে কার্পণ্যবোধ করে তাহলে ভাবতে হবে মানষিকভাবে কতো হীন!

প্রিয় নন্দিনী আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সর্ম্পকে লিখতে গিয়ে বলেছেন " আর উনি আন্দোলনের প্রথমসারী তো দূরের কথা দিব্যি সুস্থ্য শরীরে পাটভাঙ্গা কাপড়ে ইয়াহিয়া অথবা ভূট্টোর আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। পরিবারের এমনকি দুরসম্পর্কের শেখ সাহেবরাও রইলেন নিরাপদে।" কী জঘন্য বর্বর বিকৃত মানষিকতার ফসল আপনার এই উক্তি, শেখ সাহেব যদি মুক্তিযুদ্ধে প্রথমসারীর নেতা নাহয়ে থাকেন তাহলে কে ছিলো প্রথম সারীর নেতা দয়া করে বলবেন কি? সেদিন ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকি হানাদার বাহিনীর জারজ সন্তানরা যখন নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আর সেই ভয়াল রাতেই হত্যা করেছিলো শুধু ঢাকা শহরে ৫০ হাজার নিরীহ অসহায় মানুষকে আর সেই রাতেই আপনার প্রিয় ইয়াহিয়া কিংবা ভুট্টোর পাকি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে জেলহাজতে রেখেছিলো, সেই জেলহাজতের পাশ্বেই কবর খোঁড়া হয়েছিলো শেখ মুজিবকে ফাঁসির কাস্টে ঝুলিয়ে হত্যার পর সেখানে কবরস্ত করার জন্য। সেদিন শেখ মুজিবকে হত্যার সবচেষ্টাই করা হয়েছিলো শধু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এবং বিশ্ববাসীর প্রতিবাদের মুখে ইয়াহিয়া কিংবা ভুট্টো নামের ত্রিশলাখ শহীদের খুনি দানবরা শেখ মুজিবের ফাঁসি কার্যকর করতে পারেনি। লেখকের মস্তিস্কে পচন ধরলে নাকি আবুল-তাবুল বলে, সত্য ইতিহাসকে বিকৃতি করে মিথ্যা মনগড়া ইতিহাস রচনা করে। অথচো এরা জানেনা একটি জাতিকে ধ্বংস ও বিপথগামী করে দেওয়ার মূখ্য অস্ত্র হচ্ছে ইতিহাস বিকৃতি। 'বাংলাদেশের আরেক পতিতা লেখক শফিক রেহমান বলেছিলো ১৯৭১ সালে নাকি ৩০ লাখ মানুষ মরেনি ৩ হাজার মরেছে কিনা সন্দেহ', সুতরাং আপনাদের এরকমের নষ্টালজিয়া লেখা শধু লেখারই জন্যে লেখা, ইতিহাস বদলানো যাবেনা, শফিক রেহমানের মতো মুনাফেকরা ইতিহাস বিকৃতকারীরা জন্ম নিচ্ছে পথেঘাটে। চলেও যায় একইভাবে।

প্রিয় নন্দিনী, আপনি শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন "মহিয়সী নারী কোনদিন কি ভেবেছেন লাখ শহীদের ভীড়ে দশজনও কেন আপনার আত্মীয়রা নেই। বীর প্রতীক, বীর উত্তম এর তালিকায় কেন শেখ পরিবারের নাম নেই? আপনার তো হিজাব টেনে সৃষ্টিকর্তার কাছে শোকর করা উচিৎ এই বিব্রতকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি নিরীহ মানুষগুলোর কাছে। যেহেতু হয়নি তাই আপনিও সুযোগ পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আলৌকিক সেই বাণী আউড়ানোর।" নন্দিনী আপনি যেখানে বাংলাদেশের ইতিহাসের বিন্দুমাত্র কিছু জানেননা শধু জানেন শেখ পরিবারের বিরুদ্ধে অযাচিতভাবে বিষোধাগার করতে জানেন সেখানে আপনি কি করে জানবেন শেখ পরিবারের ক'জন শহীদ হয়েছেন অথচো জিয়া পরিবারের কাছে সেই প্রশ্ন করার সাহস কিংবা মানষিকতা আপনার নেই অথচো জিয়া পরিবার মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারের নামে দেশের সব কিছুই তাঁর বিধবা স্ত্রী ও সন্ত ানরা ভোগ করছেন যদিও দেশের শ্রেষ্ট দূর্নীতিবাজ ধনী হওয়া সত্ত্বেও। শেখ পরিবারের সদস্য শেখ কামাল, শেখ ফজলুল হক মনি, শেখ সেলিমসহ অসংখ্য সদস্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরনপণ যুদ্ধ করেছে কিন্তু তাঁরা বীর প্রতিক-বীরউত্তম পদবি পায়নি, আর যদি পেতো তাহলে আপনার মতো নব্য ইতিহাস রচিয়তারা লেখতো টাকার বিনিময়ে অথবা বাপের দাপটে তা পেয়েছে।

প্রিয় নন্দিনী, আপনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোটের আন্দোলন সর্ম্পকে লিখেছেন "অদূরদর্শীর মতো আপনিও আহবান জানালেন লগিবৈঠা নিয়ে মারামারি খুনোখুনির। কিন্তু আপনার হাত ন্যস্ত থাকলো শাড়ীর আঁচলেই। বৈঠা লগিতো মহান কোন মানুষের হাতে মানায় না। রাজনীতির দূর্নীতির ঘেরাটোপে যেসব মানুষকে অশিক্ষায় ঠেলে দিয়েছেন শুধুমাত্র নিরীহ সেই বোকা মানুষগুলো আপনাদের চাটুকারীতা হঠকারীতাকে দৈব বাণী ধরে নেয়।" গত ৫ বছরের সর্বকালের সবচেয়ে জঘন্যতম দূর্নীতি-হত্যা-ধর্ষণ-সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জাতিয়তাবাদি+মৌলবাদি চক্রান্তের নির্বাচনসহ বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে এবং একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকারের মাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানালে আন্দোলন করলে ক্ষমতাসীন সরকার মরিয়া হয়ে মহাজোটের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে একাত্তরের নরঘাতকদের মতো বিএনপি-জামাত আর জাতিয়তাবাদি পুলিশ ক্যাডাররা, যা সারা বিশ্বে ধিক্কার হলেও সরকারী ক্যাডাররা নির্যাতন চালিয়ে যায়। আন্দোলনের জন্য শেখ হাসিনা বলেছিলেন লগি বৈঠা নিয়ে আন্দোলন বিরোধীদের প্রতিরোধ করার জন্য সেটা কি তাঁর অপরাধ ছিলো? একইভাবেতো স্বৈরাচার বিরোধী গণ আন্দোলনও হয়েছে বহুবার। লগি বৈঠার মিছিলে প্রকাশ্যে কারা অস্ত্র নিয়ে হামলা করেছিলো? জামাত শিবিরের ক্যাডাররা 'বাঁচলে গাজী মরলে শহীদ' বলে বাইতুল মোকারম মসজিদ থেকে আল্লাহু আকবর বলে শত শত রাউন্ড গুলি করলো পুলিশের সামনে মারা গেল মহাজোটের রাসেল, কই আপনি তা নিয়েতো একটি শব্দও লিখেননি? কেন?

আপনি সময় পত্রিকা {মে১০, ২০০৭) শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে লেখতে গিয়ে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে ব্যাঙ্গ করেছেন, বাংলা রিপোর্টার পত্রিকার সম্পাদক এবং বাংলা রিপোর্টার পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী সৈয়দ ইকবালের কার্টুন নিয়েও সমালোচনা করেছেন। শেখ হাসিনা সর্ম্পকে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ এবং হীন বিকৃত মানষিকতা নিয়ে আপনার লেখার এক পর্যায়ে আপনি লিখেছেন 'তিনি হিথ্রো বিমান বন্দরে বলেছেন তাঁকে ১৯ বার বোমা হামলা করে মারার কথা বলেছেন' যা হাস্যকর অথচো আইভি রহমান এবং কিবরিয়া সাহেবরা অপ্রত্যাশিত ভাবে জীবন দিতে হলো, আর উনি আলৌকিক উপায়ে বেঁচে গেলেন প্রতিবারই। বয়স্কজনিত কানে কম শোনাকে পুঁজি করলেন বোমা সেন্টিমেন্ট। শামীম ওসমান যেমন নিজের চিয়ারের নীচে বোমা রেখে নাটকীয়ভাবে বেঁচে যাওয়ার কাহিনী শোনালেন। তেমনিই এক কাহিনী এই ভদ্রমহিলাও সাজালেন'। প্রিয় নন্দিনী আপনার জঘন্য মানষিকতা আর কত নীচে নামবে? শেখ হাসিনার ওপর বারবার গ্রেনেড বোমা হামলা হলো (যা সারা বিশ্বের পত্রিকায় ছাপা হলো) তা নিয়ে আপনি ব্যঙ্গ কলে বললেন তিনি আলৌকিকভাবে বেচেঁ গেলেন। নন্দিনী আপনি কি চান? শেখ হাসিনাকে হত্যা করলেই আপনি খুশি হবেন? কি অন্যায় করেছেন তিনি? আপনার মানষিকতাতো ৭৫-এ জাতিরজনককে সপরিবারে হত্যাকারী মেজর ডালিমদেরই মতো। শেখ হাসিনাতো সব কিছুই হারিয়েছেন, পিতামাতা ভাই-স্বজন সব কিছুইতো হারিয়েছেন ঘাতকদের বুলেটে তারপরও আপনারা নন্দিনীরা খুশি নন। কেন? দেশের

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

মানুষ যদি শেখ হাসিনাকে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে তাহলে আপনার মতো নন্দিনীদের কেন এত হিংসা। এত ছোট সংকির্ণ মানষিকতা লেখকের জন্য নয় খুণি-বাটপার-ছাটোকার সুবিধালোভিদের জন্য প্রযোজ্য।

অন্যের বিরুদ্ধে কলংক লেপন এবং চরিত্র হননের আগে আপনি দয়াকরে নিজেকে একবার প্রশ্ন করুন আপনি কতটুকু সৎ কলংকের কালিমা থেকে আপনিকি মুক্ত?

প্রিয় নন্দিনী, শুধু শেখ পরিবারের বিরুদ্ধে না লিখে বাংলাদেশের অসহায় মানুষের সুখ-দুঃখের কথা লিখুন, এতে দেশ-জাতি ও দেশে-বিদেশে অবস্থানরত বাংলা ভাষাভাষি মানুষ উপকৃত হবে। নন্দিনী, ইদানীং পত্রিকার খবর দেশ এক ভয়াবহ দূর্ভিক্ষের দিকে এগুচ্ছে, সোনালী ফসলের মাঠে শষ্য নেই, ধানগাছ গুলোতে ধান নেই কৃষকের কপালে হাত, রূপালী মাছের দেশে ইলিশ যেন এখন সোনার খন্ড, ইলিশ এখন ধনীদের বিলাশী খাবার, বাতাসে এখন আর ইলিশের সেই গন্ধ নেই, জিনিষপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার অনেক বাইরে। দেশে বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই, গ্যাস নেই তাতে কি যায় আসে এসবের দরকার কী দরকার এখন সংস্কার। বিবাড়িয়াতে সংখ্যালঘু পরিবারের ৯ বছরের শিশু কণ্যাকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে ঘাতক রফিক। রাজধানী ঢাকায় মুক্তিপন দাবি করে হত্যা করেছে ১০ বছরের শিশু সহিদুলকে ঘাতক শামীম গংরা। বিএনপি জামাত জোট সরকারের আমলে চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সংখ্যালঘু পরিবারের নবজাত শিশুসহ ১১জনকে পুড়িয়ে হত্যা করার অন্যতম আসামি বিএনপি জামাত সরকারের অন্যতম নেতা সাবেক বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুররীর ভাই কাশীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যান মানে জোর জবস্তির ভোটে) আমিনুর রহমান চৌধুরী কে স্বসম্মানে চারটি সভায় অনুপস্থিত থাকাসত্ত্বেও চেয়ারম্যান পদ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চট্টগ্রামের স্টেডিয়ামে বিশ্ব আলোচিত সাংবাদিক নির্যাতনকারী পুলিশ কর্মকর্তা তাহির এবং গণ আন্দোলণে মহিলাদের ওপর হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়া এবং হাওয়াভবনের তাবেদার পুলিশ অফিসার কাইয়ূমকে পদোন্নতি দিয়েছে বর্তমান নিরপেক্ষ সরকার? খালেদা পুত্র তারেক জিয়া ও তার বন্ধু গিয়াস আলমামুন সহ সব মন্ত্রী এমপিরা সারাদেশটা লুটেফুটে খেয়েছে আর র‍্যাবের ক্রসফাসারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে অতি নগন্য সন্ত্রাসী কিংবা নিরীহ মানুষরা, এমনকী তত্ত্ববধায়ক সরকারের আমলেও মরতে হচ্ছে মানবাধিকার বিরোধী ক্রসফায়ারে তারপরেও প্রিয় নন্দিনী কেন লিখছেননা এ নিয়ে? উত্তর আমেরিকার মতো মানবাধিকার আর মাল্টিকালচারের দেশে থেকে তা কেমন করে আপনি মেনে নিচ্ছেন? প্রতিদিনের পত্রিকায় বিগত সরকারের মতোই প্রকাশিত হচ্ছে সাত জেলায় সাত খুন, নোয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হাতিয়ায় দু'জন ছাত্রলীগ কর্মীকে ধরে বস্তাবন্ধী করে নদীতে ফেলে দিয়েছে ঘাতক ছাত্রদলের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা। কমলাপুর-সিলেট- চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে জাদিদ আল কায়দা নামের জঙ্গি মৌলবাদিরা এক যুগে বোমা বিস্পোরণ করেছে আর জামাত-বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সোনা বাবর আর আইনমন্ত্রী অসৎরাজনীতির জনক ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের মতো গতানুগতিকভাবে মাননীয় আইন উপদেষ্টা মইনুল সাহেব বলেছেন 'নাথিং সিরিয়াস' (বিডি নিউজ ১.৫.২০০৭)। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় জঙ্গিদের বোমা হামলা নাথিং সিরিয়াস হলে সংস্কার ইজ সিরিয়াস এবং শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং তাঁকে নিঃশেষ করে দেওয়া সিরিয়াস।... নন্দিনী দেশের এতসব বিষয় নিয়ে কি আপনার কলম চলেনা?

প্রিয় নন্দিনী, আপনি কি দেখেছেন বর্তমান তত্ত্ববধায়ক সরকারের আমলে কী করে ১৯৭১ সালের বর্বর পাকি আর্মির মতো এদেশের সন্তান আমাদের দেওয়া বৈদেশিক মুদ্রা আর দেশের সাধারণ মানুষের টেক্সের বেতনভোগি যৌথ বাহিনীর সদস্যরা কি নির্মমভাবে হত্যা করেছে মধুপুরের আদিবাসী নেতা মানবতার অতন্ত্র প্রহরী চলিশ রিছিলকে! তাঁর অপরাধ ছিলো হাজার বছরের ঐতহ্যকে ধ্বংস নাকরে দেওয়ার জন্য। একইভাবে বিএনপি জামাত সরকার তাঁকে হত্যা করার বারবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে তা করতে পারেনি। আদিবাসির হাজার বছরের বংশানুক্রমে বসবাস করে আসছিলো সেই পাহাড়ঘেরা অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের লীলাভূমি মধুপুরে। ইকো পার্ক করার জন্য বিগত সরকার আদিবাসীর জায়গা দখল করেছিলো, কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাবে প্রতিবাদ আদিবাসীদের প্রতিবাদ আর রক্তের বন্যায় তা হতে দেয়নি কিন্তু বর্তমান নিরপেক্ষ সরকারের আমলে ইকো পার্কবিরোধী নেতাকে হত্যা করে প্রমান হলো এই সেই দেশ কোনো সরকারের কাছেই আইন নেই, বিচার নেই মানবতা নেই এমনকী সমবেদনা নেই সবই যেন স্বার্থ আর ক্ষমতার লোভে কম্পমান, নন্দিনী দয়াকরে এসর্ম্পকে একটু লিখুন মানবতার জন্য, মানুষ মানুষের জন্য এই ভেবে।

মিডিয়ার ওপর চলছে নির্যাতন ফলেই স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পত্রিকা দৈনিক যুগড়ান্তরের মালিক, দৈনিক জনকণ্ঠের মালিকসহ স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সম্পাদক আর সাংবাদিকদের গ্রেফতার নির্যাতন করা হচ্ছে অথচো স্বাধীনতা বিরোধী স্বার্থপর সুবিধাভোগি অসৎ সম্পাদক ও সাংবাদিকরা হাজার দূর্নীতি সন্ত্রাস করলেও দিব্যি নন্দনচিত্তে দিনাতিপাত করছে ।

প্রিয় নন্দিনী, দীর্ঘদিনধরে বিরামহীন অন্যের পরকীয়া প্রেমের কাহিনী বানিয়ে বানিয়ে লিখছেন, অন্যের পরকীয়া প্রেমের কথা লেখার চেয়ে আপনার নিজের পরকীয়া প্রেমের কাহিনীটি ধারাবাহিকভাবে লেখে গেলে পাঠকরা উপকৃত হবে এবং বস্তাপছা একই লেখার পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি পাবে। স্বৈরাচারী এরশাদ পতন হবার পর পত্রিকায় পড়েছি দেশের কতো খ্যতিনামা সঙ্গিত শিল্পী, সুন্দরী বিমানবালা, ক্রু এরশাদের শয্যাসঙ্গিহয়ে রাতারাতি ধনদলৌত আর উপরে উঠার সুযোগ পেয়েছে, কতো সুন্দরী বিমানবালা আর ক্রুরা বিদেশে এসে রাতের পর রাত পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে আর এদের বিরুদ্ধে আদম ব্যবসা হুন্ডি ব্যবসাসহ সোনা ও ড্রাগ ব্যবসার অনেক কাহিনী পত্রিকায় বের হয়েছে. কই, নন্দিনী এসব নিয়ে কেন লিখছেন না?

নন্দিনী, একবার নন্দনচিত্তে ভেবে দেখুনতো শেখ হাসিনাকে মায়নাস করতে গিয়ে তত্ত্ববধায়ক সরকারই মায়নাস হবার উপক্রম হয়েছিলো কিনা, জরুরী আইন ভঙ্গ করে জেলজুলুমহুলিয়া নির্যাতন উপেক্ষা করে লাখো লাখো মানুষের ঢল নেমেছিলো শেখ হাসিনাকে বিমানবন্দর থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে আনার জন্য। শেখ হাসিনার প্রতি গণ মানুষের অশ্রুসিক্ত প্রাণঢালা ভালোবাসাওকি আপনার দৃষ্টিতে অশিক্ষিত মানুষের নেকামী? আপনি আবারও নিরক্ষর মানুষের ভালোবাসাকে অবজ্ঞা করে বলবেন কি সবই মেকি?

প্রিয় নন্দিনী, ঘাতকদের হাতে বাবামা-ভাই-স্বজন হারিয়েও গণ মানুষের সংগ্রামে নিবেদিত আছেণ শেখ হাসিনা। জন্মথেকে আন্দোলন-সংগ্রামের পথেই আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার বেড়ে ওঠা। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় গেছেন একবার। রাজপথে কেটেছে দীর্ঘ সময়। খালেদা জিয়া রাজপথে গেছেন একবার। ক্ষমতায় ছিলেন তিনবার। তার শেষ শাসনামল সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাটে এতটাই অভিশপ্ত যে, তার ও তার সরকারের মন্ত্রী-এমপি, পুত্র-স্বজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সীমা নেই অথচো তা নিয়ে কেন লিখছেন না? খালেদা জিয়ার জেষ্ঠ্যপুত্র তারেক রহমান রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুন্ঠনের কিংবদন্তি আর তার ঘনিষ্ট বন্ধু প্রাণের প্রাণ গিয়াসউদ্দিন আল মামুন চাঁদাবাজি দূর্নীতিতে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছে অথচো তা নিয়ে একটি

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

শব্দও লিখছেন না? কেন? এক সাপ্তাহিক বিচিত্রা (সারা দেশে ২শ পাঠক এই পত্রিকা পড়তোনা) পত্রিকা শেখ রেহানা পুনঃপ্রকাশ করছেন বলে আপনি যেভাবে শেখ রেহানার বিরুদ্ধে প্রতিসাপ্তাহে প্রকাশ করছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয় খালেদা জিয়া কেন্টনমেন্ট এলাকার মতো (রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তা বেষ্টিত, যেখানে কোনো অসামরিক থাকার কথা নেই)এলাকায় ১ টাকার বিনিময়ে বিশাল বাড়ি দখল করে সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছেন, অথচো সরকার থেকে নেওয়া ঢাকায় আরো অনেক বিলাশবহুল বাড়ি রয়েছে তা ব্যবহার করছেনা, অথচো খালেদা পরিবার কি এখন আর গরীব? তারাতো বিশ্বধনী শ্রেনীর সংখ্যায় তাহলে কেন এসবনিয়ে আপনি একটি শব্দও লিখছেননা? জিয়া পরিবার ও তার আত্মীয়স্বজনরা বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকা যা দলীয় বুলেটিন প্রকাশ করে সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়েছে যা ডিএফপিসহ সরকারী তথ্য ঘাটলেই প্রকাশ পাবে, দৈনিক আমাদের সময়ের বিগত সংখ্যাগুলো পড়লেই তা পেয়ে যাবেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় যাবার আগে সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিক বাংলা, ইংরেজি ডেইলি টাইমস্ এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা ছিলো পাঠকের নিন্দিত, একটি সরকার পরিচালিত বুলেটিন কেউ পয়সা দিয়ে কিনতো না অথচো প্রতি মাসে সরকারের কয়েক লাখ টাকা ব্যায় করতে হতো প্রকাশনা আর সাংবাদিকদের বেদন বাবত। শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর সেই পাঠকহীন পত্রিকাগুলো বন্ধ করে সেই পত্রিকার সাংবাদিকদেরকে বিভিন্ন মিডিয়ায় চাকুরীর ব্যবস্থা করেছিলেন যা এখনও ভালো বেতনে চাকরী করছেন। তবে শেখ রেহানা এই পত্রিকা প্রকাশ করে স্বর্গে উঠতে পারেননি, বরং ক্ষুদ খেয়ে ভোগ নষ্ট করেছেন যা আমি কিংবা আমার মতো হাজার পাঠকরা তা মেনে নিতে পারছেনা কারণ শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার সময় একটি একটি টেলিভিশন চ্যানেল-অসখ্য দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকা ইচ্ছা করলেই বের করতে পারতেন তাহলে নন্দিনী খানের মতো লেখকরা শেখ রেহানার বিরুদ্ধে এই ছোট ব্যাপার নিয়ে লিখে কলামিষ্ট হবার স্বপ্ন দেখতোনা।

প্রিয় নন্দিনী, আমার ছাত্রজীবনের অনেক স্মৃতি ভুলতে পারিনা, তারমধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় হলো দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের বড় বড় ছাত্রনেতারা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বিরক্ত করতেন এখন যেভাবে ছাত্র শিবিররা করে, আমাদের স্কুলে কলেজে এসে এই প্রগ্রতিশীল দাবিদার নেতারা দিনের পর দিন এসে তত্ত্বকথা শোনাতেন, শ্রেনী সংগ্রামের কথা বলতেন আর প্রগতির পথে আসার জন্য বলতেন আর এখন এই প্রবাসে এসে সেই নেতাদের অনেককেই দেখি কী ভয়ানক মৌলবাদি, রাজাকার ধর্মব্যবসায়ী সাঈদীর পিছনে নেরী কুত্তার মতো দৌড়ঝাপ, হালাল হারাম নিয়ে মহা সংগ্রামে লিপ্ত।

প্রিয় নন্দিনী, পরিশেষে সবিনয়ে বলতে চায়, আসুন আমরা দেশের অসহায় মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তুলে ধরি, সত্য-সুন্দর ও প্রগতির কথা বলি। দেশ-জাতি ও মাটি মানুষের জন্য জন্য লিখে যাই, শেখ পরিবার, শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়াকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে লিখে কিছুই হবেনা, কারণ, বঙ্গবন্ধু কিংবা শেখ হাসিনার প্রতি কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার কাছে শফিক রেহমান, নন্দিনী খান কিংবা সদেরা সুজনরা কচুপাতায় পানির বিন্দুর মতোই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর মানুষ ও মানবতার কল্যানে নিবিদেতি হোন।

মন্ট্রিয়ল, ২২.৫.২০০৭

সদেরা সুজন. ফ্রিলেন্স সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতি সংগ্রাহক।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com